প্রারম্ভিকা

একেএম সাইফুল্লাহ (২৯)

ভোরের প্রার্থনার যাদুকরী আহবান খানিক আগেই শেষ হয়েছে। আলো তখনও ফোটেনি। ফুটি ফুটি করছে। অনাগত সূর্য রশ্মি, উজ্জ্বল আগামীর রেনু হয়ে স্বচ্ছ সুনীল আকাশে ছড়িয়ে পরেছে। কর্ণফুলীর জোয়ার বেয়ে ছোট্ট একটা সাম্পান এগিয়ে চলেছে জলে ছলাৎ ছলাৎ রাগিণীর সুর তুলে। গন্তব্য চাটগাঁর CUFL জেটী। বর্নিল স্বপ্ন আর অজানা আশঙ্কার এক মিশ্র ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে সেই প্রথম পা, জাহাজে। তারপরের গল্প শুধুই বেড়ে ওঠার।

প্রথমের সুর হৃদয়-মনের অলিন্দে অলিন্দে যে অনুরনণ তোলে, তা অনন্য। ভীষন একক। স্মৃতিরও বিভ্রম হয়। প্রথম অনুভবের নয়। নাবিক আর তার পরিজনদের কাগজ কলমের যুগলবন্দী প্রথমের সেই যাদুকরী সুর তুলে আপনাদের কাছে এ বছর হাজির হয়েছে "নোঙর" রূপে।

শ্যামল বাংলায় জন্ম নিয়ে, আদিগন্ত বিস্তৃত বিস্তীর্ণ জলরাশি পার হয়ে কে প্রথম এ দ্বীপদেশে নোঙর ফেলেছিল সে এক ভীষন আলোচনার বিষয়। তবে ৭০, ৮০ কিংবা ৯০ এর দশকের ক্ষীণতনু বাঙ্গালী নাবিক সমাজ ২০১৪ তে এসে যে বলিষ্ঠ মহীরূহ হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ ২০০ সদস্যের SMC পরিবার।

শ্যামল বাংলায় জন্ম নিয়ে, আদিগন্ত বিস্তৃত বিস্তীর্ণ জলরাশি পার হয়ে কে প্রথম এ দ্বীপদেশে নোঙর ফেলেছিল সে এক ভীষন আলোচনার বিষয়। তবে ৭০, ৮০ কিংবা ৯০ এর দশকের ক্ষীণতনু বাঙ্গালী নাবিক সমাজ ২০১৪ তে এসে যে বলিষ্ঠ মহীরূহ হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ ২০০ সদস্যের SMC পরিবার।

সুখে আমরা, দুঃখেও আমরা। সন্তানদের উজ্জ্বল ফলাফলে, কোন সদস্যের চির বিদায়ে, বিপদে-আপদে, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে SMC সর্বদাই সবার পাশে থেকেছে ছায়াসঙ্গী হয়ে। ধর্ম-বর্ণ, স্থান-কাল-পাত্রের ভেদাভেদ ভুলে। ক্ষেত্রভেদে এদেশের সীমানা পেরিয়ে, জগৎ জুড়ে।

পরিবারের শ্বাশত বন্ধনকে আরো মজবুত করতে, নাবিকের প্রায় হারিয়ে যাওয়া গোপন গভীর লেখনী শক্তিকে সঞ্জিবনী সুধা দিতে আমাদের এ বছরের আয়োজন "নোঙর"।

এ সাময়িকিতে, সাত দশকের ঋদ্ধ নাবিকের অভিজ্ঞতা যেমন আছে, তেমন আছে শিশু কল্পনার সৌরভ মাখা স্বপ্নের জগত। ভীষন টেকনিক্যাল বিষয় যেভাবে এসেছে, ঠিক সেভাবেই এসেছে নিরেট সাহিত্য, কবিতা আর গল্পের পিঠে সওয়ার হয়ে।

স্থিতিকে গতিতে রূপান্তরিত করাই প্রথমের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে, আমরা হয়ত কখনো থমকে গিয়েছি। কিন্তু, থেমে যাইনি।

পাঠকের কিছুমাত্র ভাল লাগলে, আমাদের এ আয়োজন স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব। ভীষন ব্যস্ততার মাঝেও SMC পরিবার আকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে। কেউ এঁকে, কেউ লিখে, কেউ অন্যকে লিখতে বলে, কেউবা উৎসাহ দিয়ে। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই এ প্রকাশনার সব পৃষ্ঠপোষককে। আর যতটুকু অপূর্ণতা রয়ে গেছে, তার দায়ভার সবটাই আমার, আমাদের।

[একেএম সাইফুল্লাহ (২৯) একরোখা জেদে ভাল কিছুর সাথে জড়িয়ে পড়া একমাত্র নেশা। নাবিক জীবনের নীল অতলান্তিকের টান কখন যেন লেখায় আছড়ে পড়েছে। বেশ কিছু লেখা আছে বিভিন্ন ই জার্নালে বিষয় স্বদেশ, খেলা, রাজনীতি। বিশ্ব রাজনীতির পটভূমিতেও লেখা প্রকাশিত হয়েছে, জাতীয় দৈনিকে। অবসরের ভাললাগায় বন্ধুদল, খেলা আর লেখা।]